গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

# সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র........ ৩

উপক্রমনিকা (preamble) ........ ৬

সেকশন-১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী........ ৭

সেকশন-২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ........ ৮

সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ........ ৯

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ........ ১২

# মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
# (Overview of the performance of the Ministry/Division)

## সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

### সাম্প্রতিক অর্জনঃ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে কাজ করে পরিকল্পনা কমিশন। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এ বিভাগের আওতায় রয়েছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাত যথাঃ কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক সুষম উন্নয়নের জন্য এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়ে থাকে।

### কৃষি উপ-খাতঃ

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন তথা স্বনির্ভরতা অর্জন, অর্থকারী ফসল ও শিল্প সহায়ক কৃষি উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি সেক্টরের ফসল সাব-সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পুষ্টিমান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, পুষ্টিমানসমৃদ্ধ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা, সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। এছাড়া, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কৃষকদেরকে কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যথাঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইন্সটিটিউট, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন করছে এবং বাংলাদেশ কৃষি কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ফসলের জাত মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমে সম্প্রসারণের কাজ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

### খাদ্য উপ-খাতঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পানার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণীর নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এডিপিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মোট ১১টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করার লক্ষ্যে বিগত বছর সমূহে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রায় ২ লক্ষ মে:টন খাদ্য গুদাম/সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সারাবছর ব্যাপী মানসম্মত প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের মজুদ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহসহ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সেতু/কালভার্ট, বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্র, বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে।

**বন উপ-খাতঃ**

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের যে সকল দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত জলবায়ু সংক্রান্ত সনদসমূহ অনুযায়ী স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ভূমি ক্ষয় রোধে বাংলাদেশ স্থানীয় উৎস ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। স্থানীয় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা প্রস্তত রাখা, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ, নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কো-ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে পরিবেশ উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ, ঢাকা শহরে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত বিভিন্ন সনদ অনুযায়ী সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় আইন, নীতিমালা, রোডম্যাপ, ত্র্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদি প্রণয়ণ করছে। প্রণীতব্য সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তিপূর্বক সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়গুলো বিবেচনা করেছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জলবায়ু ও পরিবেশ সেক্টরে পরবর্তী পাঁচ বছরে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তা একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে এবং একইসাথে বর্ণিত সময়ে জলবায়ু ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আশা করা যায়, উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বে একটি অনন্য মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

**মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উপ-খাতঃ**

নদীমাতৃক এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সামাজিক ও পারিবারিক নানা সংস্কৃতি, গ্রামীণ জনগণের জীবিকা এবং আমিষের অন্যতম উৎস হিসেবে মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৪.৩৭ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীর মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রের উন্নয়ন, মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মান সম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন ও হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল, হাওড়সহ উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তকরণ, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ, পার্বত্য অঞ্চল ও কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মৎস্য অতরণ কেন্দ্র স্থাপন, মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ এবং মুক্তা চাষসহ মৎস্য জাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার ধারাবাহিকতা এখনও চলমান রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মৎস্য চাষ সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানীতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের মোট কর্মসংস্থান প্রায় ২০% সরাসরি এবং ৫০% আংশিকভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, প্রায় ৪৪% প্রাণিজ আমিষ আসে এ উপ-খাত হতে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ সালে গৃহীতব্য কার্যক্রমের মধ্যে খামারী পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ; পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; পোল্ট্রি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন; দেশী মুরগির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পোল্ট্রি সম্পদকে বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকা উৎপাদন; অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী গবাদি জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ; দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৫টি স্থানে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনলজি স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

**পল্লী উন্নয়ন উপ-খাতঃ**

বিভিন্ন ধরণের পুনর্বাসন ও স্বনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। দেশের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরের আওতায় আশ্রয়ণ-১ ও গুচ্ছগ্রাম-১ম পর্যায় প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আশ্রয়ণ-২ ও গুচ্ছগ্রাম-২ পর্যায় প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং গুচ্ছগ্রাম-৩ পর্যায় নতুন অনুমোদনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় ৩৫৯৬১ কিঃমিঃ, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪০২৮ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ১৯৫৬৩২ মিটারের মধ্যে ১২৯৪৮৯ মিটার, গ্রোথ সেন্টার হাট-বাজার উন্নয়ন ১৫৬০ টির মধো ১৪২৩ টি, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ৪২৫৬০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৩২৬৩২ কিঃমিঃ, বৃক্ষরোপন ২৫৬০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১৯৭২ কিঃমিঃ, আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও পুর্নবাসন ৮১৭টির মধ্যে ৮১৭ টি, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ ৭১০টির মধ্যে ৪৮৭ টি, উপজেলা পরিষদ ভবন ২১৬টির মধ্যে ৫৮ টি নির্মাণ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি বাড়ী অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গঠন করার উদ্দেশ্যে "একটি বাড়ী একটি খামার"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পল্লী এলাকায় আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে, যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

**পানি সম্পদ উপ-খাতঃ**

সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নদী ভাঙ্গণ রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, দেশের বৃহৎ নদীগুলোর শাসন নিয়ন্ত্রণ এবং ছোট বড় শহর রক্ষাকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা রক্ষা ও ভাঙ্গন রোধে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের সাথে প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রয়োজনে ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। সেচ প্রকল্পগুলো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পানি সম্পদের সুষম ব্যবহার ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অপরপক্ষে, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া, কৃষি জমি ও সেচের পানির অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ এবং বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে সৌরশক্তি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

**সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

- এমটিবিএফ বরাদ্দ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বছরওয়ারী বরাদ্দ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য;
- এডিপি'র সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণকালে প্রভাবমুক্ত ও যথাযথ এ্যাপ্রাইজাল নিশ্চিতকরণ; এবং
- প্রকল্প ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দুর্বলতা।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

- ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১ এবং Sustainable Development Goal (SDG)-এ বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন; এবং
- ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন।

**২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ**

- ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের তথ্য/মতামত
- সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে কৃষি বিভাগের সহায়তা
- কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প এবং সংশোধিত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদন।

## উপক্রমনিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৬ সালের ...জুন...মাসের ...২৮............তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

## সেকশন ২

### মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (outcome/impact)

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | একক | ভিত্তিবছর ২০১৪-১৫ | প্রকৃত* ২০১৫-১৬ | লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭ | প্রক্ষেপণ | | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম | উপাত্তসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | | |
| জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা প্রদান | সামঞ্জস্যপুর্ণ প্রকল্পের হার | % | ৮৫% | প্রায় ১৫০% | ৯০% | ৯২% | ৯৫% | সংশ্লিষ্ট বিভাগ (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ) এর আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ | পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন |
| যথাযথভাবে এবং টেকসই উন্নয়নকল্পে সঠিক প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ত্বরান্বিতকরণ | উন্নয়ন পরিপত্র এবং বিভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণের হার | % | উন্নয়ন পরিপত্র এবং বিভিন্ন গাইডলাইন-এ বিধৃত সময় | আনুমানিক ৯০% | ৯৫% | ৯৬% | ৯৮% | সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন মন্ত্রণালয়সমূহ | পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন |

*সাময়িক (provisional) তথ্য:

জুলাই ২০১৫ হতে এপ্রিল ২০১৬ সময়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সেকশন-৩

## কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান | কার্যক্রম | কর্ম সম্পাদন সূচক | একক | কর্ম সম্পাদন সূচকের মান | ভিত্তি বছর (২০১৪-১৫) | প্রকৃত অর্জন *১ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ | | | | | প্রক্ষেপণ (২০১৬-১৭) | প্রক্ষেপণ (২০১৭-১৮) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতিমান | চলতিমানের নিম্নে | | |
| | | | | | | (২০১৪-১৫) | (২০১৫-১৬) | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য | | | | | | | | | | | | | | |
| ১। উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকর/ফলপ্রসু মূল্যায়ন | ৪৫ | ১.জাতীয় পরিকল্পনার আলোকে ডিপিপি যাচাই-বাছাইকরণ | ১.যাচাই-বাছাইকৃত প্রকল্প দলিল | সংখ্যা | ১৭ | ১০৭ | ২০৯ | ১৮০ | ১৬২ | ১৪৪ | ১২৬ | ১০৮ | ১৯০ | ২০০ |
| | | ২.পিইসি/এসপিইসি সভার জন্য কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ | ২.পিইসি/এসপিইসি সভার জন্য প্রস্তুতকৃত কার্যপত্র | সংখ্যা | ১৪ | ৭৮ | ১৬৯ | ১৫০ | ১৩৫ | ১২০ | ১০৫ | ৯০ | ১৬০ | ১৭০ |
| | | ৩.প্রকল্পের প্রস্তাবের ওপর পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যবিবরণী জারিকরণ | ৩.পিইসি/এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত এবং জারিকৃত কার্যবিবরণী | সংখ্যা | ৯ | ৭৮ | ১৬৮ | ১৫০ | ১৩৫ | ১২০ | ১০৫ | ৯০ | ১৬০ | ১৭০ |
| | | ৪.একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য প্রকল্প অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ | ৪. প্রকল্পের প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ | সংখ্যা | ৫ | ৫৭ | ১২৩ | ১২০ | ১০৮ | ৯৬ | ৮৪ | ৭২ | ১৩০ | ১৪০ |
| ২।এডিপি/আরএডিপি'র মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে কার্যকর সম্পদ বন্টন | ২৫ | ১.বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রেরিত প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও উপযোজন প্রস্তাব যাচাই-বাছাইকরণ ও কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ | ১.যাচাই-বাছাইকৃত বরাদ্দ প্রস্তাব | দিন | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১০ | ১০ |
| | | ২.কার্যক্রম বিভাগে এডিপি/ আরএডিপির ১ম কলনোটিশ প্রেরণ | ২.কার্যক্রম বিভাগে প্রেরিত ১ম কলনোটিশ | দিন | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১০ | ১০ |
| | | ৩.কার্যক্রম বিভাগে এডিপি/ আরএডিপির ২য় কলনোটিশ প্রেরণ | ৩.কার্যক্রম বিভাগে প্রেরিত ২য় কলনোটিশ | দিন | ৫ | ৭ | ৭ | ৭ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ৭ | ৭ |
| ৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান | ১০ | ১.মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ (সিসিজিপি, বাজেট মিটিং, এডিপি পর্যালোচনা, পিএসসি, পিআইসি, ডিপিইসি, ডিএসপিইসি) | ১. অংশগ্রহণকৃত সভা | সংখ্যা | ৫ | ২৪০ | ৩৫৯ | ২৭০ | ২৪৩ | ২১৬ | ১৮৯ | ১৬২ | ২৮০ | ২৯০ |
| | | ২.মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান (ঋণ চুক্তিসহ) | ২.মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রদত্ত মতামত | সংখ্যা | ৫ | ৩০ | ৫৫ | ৪০ | ৩৬ | ৩২ | ২৮ | ২৪ | ৫০ | ৫৫ |
| ৪।প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ | ৫ | জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ | সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রেরণ | দিন | ৫ | ৩ | ৩. | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ২ | ২ |

*১ জুলাই, ২০১৫ থেকে এপ্রিল,২০১৬ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন

# দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
## (মোট মান-২০)

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | | কলাম-৫ | কলাম-৬ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৬-১৭ | | | | |
| | | | | | | অসাধারণ (Excellent) | অতি উত্তম (Very Good) | উত্তম (Good) | চলতি মান (Fair) | চলতিমানের নিম্নে (Poor) |
| | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | ৬ | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৯ মে | ২২ মে | ২৪ মে | ২৫ মে | ২৬ মে |
| | | মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত | তারিখ | ১ | ২৬-৩০ জুন | - | - | - | - |
| | | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ১৪ জুলাই | ১৭ জুলাই | ১৮ জুলাই | ১৯ জুলাই | ২০ জুলাই |
| | | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | ২ | - | - |
| | | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল | নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ২২ জানুয়ারি | ২৩ জানুয়ারি | ২৪ জানুয়ারি | ২৫ জানুয়ারি | ২৬ জানুয়ারি |
| | | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান | বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা | সংখ্যা | ১ | ৩ | ২ | ১ | - | - |
| দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন | ৩ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণের সময়* | জনঘণ্টা | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ |
| | | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন | ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত | তারিখ | ১ | ১৫ জুলাই | ৩১ জুলাই | - | - | - |
| | | | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | ৩ | ২ | - | - |
| তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন | ২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত | % | ১ | প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহ | প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহ | প্রতি মাসের ৩য় সপ্তাহ | - | - |
| | | বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ | বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টোবর | ২৯ অক্টোবর | ১৫ নভেম্বর | ৩০ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর |
| কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন | ৫ | ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন | দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত | তারিখ | ১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৩০ মার্চ | ৩০ এপ্রিল | ৩১ মে | ২৯ জুন |
| | | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ | পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - |

* ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্যূন ২০ঘণ্টা সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

| কলাম-১ | কলাম-২ | কলাম-৩ | কলাম-৪ | | কলাম-৫ | কলাম-৬ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives) | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সুচক (Performance Indicator) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI) | লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৬-১৭ | | | | |
| | | | | | | অসাধারণ (Excellent) | অতি উত্তম (Very Good) | উত্তম (Good) | চলতি মান (Fair) | চলতিমানের নিম্নে (Poor) |
| | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
| | | সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন | দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি অনলাইন সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | - | - |
| | | | দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে ৩ টি সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকৃত | তারিখ | ১ | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | ২৮ ফেব্রুয়ারি | - | - |
| | | অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ | % | ১ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ |
| কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন | ৩ | অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - |
| | | সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা | নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - |
| | | সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা | সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ৩০ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর | ৩১ জানুয়ারি | - | - |
| আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন | ১ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ |

আমি, সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন- মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি তথা সচিব, পরিকল্পনা বিভাগের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন- এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

| | |
|---|---|
| ................................................................ | ........................................... |
| সদস্য<br>কৃষি, পানি সম্পাদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ<br>পরিকল্পনা কমিশন | তারিখ ২৮.০৬.২০২৬ |

| | |
|---|---|
| ................................................................ | 28/6/2025<br>........................................... |
| সচিব<br>পরিকল্পনা বিভাগ | তারিখ |

## শব্দসংক্ষেপ

| ক্রমিক নং | শব্দসংক্ষেপ | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১ | এনইসি | ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল |
| ২ | ডিপিইসি | ডিপার্টমেন্টাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি |
| ৩ | ডিএসপিইসি | ডিপার্টমেন্টাল স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি |
| ৪ | জিইডি | জেনারেল ইকনমিক ডিভিশন |
| ৫ | এসইআইডি | সোসিয়-ইকনমিক ইনফ্রাসট্রাকচার ডিভিশন |
| ৬ | ইআরডি | ইকনমিক রিলেশন ডিভিশন |
| ৭ | পিইসি | প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি |
| ৮ | এসপিইসি | স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি |
| ৯ | এডিপি | এনুয়্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম |
| ১০ | আরএডিপি | রিভাইজড এনুয়্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম |
| ১১ | পিআইসি | প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি |
| ১২ | একনেক | এক্সিকিউটিভ কমিটি অব দি ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল |